বিভাগীয় মামলা নং- ২৬/২০২৬

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
প্রশাসন ও অর্থ ডিভিশন
এইচআর সেকশন
www.sec.gov.bd

২১ আশ্বিন ১৪৩৩
তারিখঃ -------------------
০৬ অক্টোবর ২০২৬

স্মারক নংঃ বিএসইসি/প্রশাসন/৫৫:০১/২০১৩-১০৯২

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোহাঃ ইব্রাহিম আলী, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতঃপর বিএসইসি বা কমিশন বলে অভিহিত হবে) এর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া বিভাগীয় মামলা (নং-২৬/২০২৫) রজু করতঃ তাঁর নিকট হতে কৈফিয়ত তলব করা হয়ঃ

২। যেহেতু, তিনি নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি-এর পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে উক্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব সাইকা মাজেদ এর গত ২৯/০১/২০২৬ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগটি প্রক্রিয়াধীন থাকা সত্ত্বেও জনাব সাইকা মাজেদ এর নিয়োগ বাতিল হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে নতুন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত গত ০৮/০২/২০২৬ তারিখে নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি -এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক কমিশনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে এতদবিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত গত ০৪/০৩/২০২৬ তারিখ সময় অনুমান ১৪:০০ ঘটিকায় নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি -এর স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে নিজেই পত্র স্বাক্ষর ও ইস্যু করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তিনি ০৪/০৩/২০২৫ তারিখে সময় অনুমান ১৪:২৫ ঘটিকায় দাপ্তরিক সময়ে দাপ্তরিক প্রটোকল ও গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অফিসের বাহিরে আগারগাঁও, ঢাকা পাসপোর্ট অফিসের সামনে গিয়ে পূর্বযোগাযোগক্রমে নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী সচিব জনাব মোঃ আমিনুল হক ভূইয়া -কে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত উক্ত পত্রটি প্রদান করেছেন এবং নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী সচিব জনাব মোঃ আমিনুল হক ভূইয়া -কে উক্ত পত্রের ছবি তুলতে সুযোগ প্রদান করেছেন; এবং

৪। যেহেতু, তিনি স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত উক্ত পত্রটি নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী সচিব জনাব মোঃ আমিনুল হক ভূইয়া -কে প্রদান করেননি মর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট গত ০৫.০৩.২০২৬ তারিখে অসত্য বক্তব্য প্রদান করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি অভিযোগ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ২(১) 'অসদাচরণ' [চাকরির শৃঙ্খলা, নিয়মের হানিকর, কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নয় এমন আচরণ, ইত্যাদি অন্তর্ভূক্তে] এবং বিধি ৩৬ (আচরণ ও শৃঙ্খলা) সম্পর্কিত বিধি ৩৬(১)(ক) তৎসহ বিধি ৪৯(খ) এর আওতায় 'অসদাচরণ' অন্তর্ভূক্তে এবং কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ৪৮ ও এতদসংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) 'অসদাচরণ' সম্পর্কিত বর্ণিত অভিযোগে ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০০৪তম কমিশন সভার এজেন্ডা নং- ১০০৪(১৩) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ০১.০৪.২০২৬ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনের বিভাগীয় মামলা রুজু করে (মামলা নং-২৬/২০২৬) সাময়িক বরখাস্ত আদেশ জারী করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে অপরাধের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ এর জবাব দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

৬। যেহেতু, তিনি ০৫.০৫.২০২৬ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর লিখিত জবাবে, ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য ও অভিযোগ পর্যালোচনাপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলা নং- ২৬/২০২৬ প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ এর ৫৩(২)(গ) ধারা অনুযায়ী গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য গত ১২.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০১৩তম কমিশন সভার এজেন্ডা নং- ১০১৩(২৩)(অতিরিক্ত-১০) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক, গত ০৮.০৬.২০২৬ তারিখে কমিশনের চীফ একাউন্টেন্ট জনাব কামরুল আনাম খান, এফসিএমএ -কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়; এবং

৭। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ১৭.০৮.২০২৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক পর্যালোচনায়, তাঁর জবানবন্দীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার অস্পষ্টতা ও দায়িত্ব-বণ্টনের ঘাটতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও তা কোনোভাবেই তাকে এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে পত্র ইস্যু করা, দাপ্তরিক প্রটোকল লঙ্ঘন করে অফিসের বাহিরে গোপনে পত্র হস্তান্তর করা এবং পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের নিকট অসত্য বক্তব্য প্রদান করার দায় থেকে মুক্তি দেয় না মর্মে উল্লেখ রয়েছে; এবং

৮। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক বিবেচনায়, তাঁর আচরণ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১-এর বিধি ২(১), বিধি ৩৬(১)(ক) তৎসহ বিধি ৪৯(খ) এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ২(খ)-এ সংজ্ঞায়িত 'অসদাচরণ'-এর আওতাভুক্ত বলে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

৯। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উপসংহারে, জনাব মোহাঃ ইব্রাহিম আলী, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), বিএসইসি -কে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ এর ৪৯-ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে ৫০-ধারা অনুযায়ী কমিশন এক বা একাধিক (ক) লঘু বা (খ) গুরু দন্ড আরোপ করতে পারবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে; এবং

১০। যেহেতু, সকল বিষয় পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক বিবেচনাকরতঃ তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কমিশন বর্ণিত বিধির আওতায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ০১.০৯.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১০২৭তম কমিশন সভার এজেন্ডা নং-১০২৭(১০)(অতিরিক্ত-৮) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ এ প্রেক্ষিতে কেন তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা উক্ত বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদন্ড আরোপ করা হবে না মর্মে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ৫৩ এর উপবিধি-(৬) অনুযায়ী ১৩.০৯.২০২৬ইং তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে তাঁকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনের একটি কপিও তাকে প্রদান করা হয়; এবং

১১। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৬.০৯.২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন, উক্ত জবাবের সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়; এবং

১২। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কাগজাদি ও প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও বিবেচনাক্রমে বর্ণিত **'অসদাচরণ'** এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কমিশন কর্তৃক জারিকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে তিনি ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের ভুল হবে না মর্মে জবানবন্দী প্রদানপূর্বক ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্কতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকার অঙ্গীকার করে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের আবেদন করেছেন;

১৩। যেহেতু, ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৩১তম কমিশন সভার এজেন্ডা নং-১০৩১(৯)(অতিরিক্ত-২) -এ কমিশন কর্তৃক জনাব মোহাঃ ইব্রাহিম আলী, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), বিএসইসি -কে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১' এর বিধি ২(১) ও ৪৯(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৫০(১)(ক)(আ) এর আওতায় "নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা" নামীয় লঘু দন্ড প্রদান করতঃ যেহেতু তিনি ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল হবেনা বলেছেন সে প্রেক্ষিতে তাঁর জবাবের প্রকৃতি ও অপরাধের মাত্রা ও ধরণ বিবেচনায় ১ বছরের জন্য তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সঙ্গে ০১.০৪.২০২৬ তারিখে জারিকৃত তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গন্য করে পূর্ণ বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং

১৪। সেহেতু, ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৩১তম কমিশন সভার এজেন্ডা নং-১০৩১(৯)(অতিরিক্ত-২) -এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব মোহাঃ ইব্রাহিম আলী, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), বিএসইসি -কে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২১' এর বিধি ২(১) ও ৪৯(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৫০(১)(ক)(আ) এর আওতায় "নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা" নামীয় লঘু দন্ড প্রদান করতঃ ১ বছরের জন্য তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হলো। একই সঙ্গে ০১.০৪.২০২৬ তারিখে জারিকৃত তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক তাঁকে কমিশনের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গন্য করা হলো এবং তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে পূর্ণ বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

১৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাসুদ খান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জনাব মোহাঃ ইব্রাহিম আলী
সহকারী পরিচালক (সাধারণ)
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। অতিরিক্ত সচিব, বীমা ও পুঁজিবাজার অনুবিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
✓৩। পরিচালক, এমআইএস, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;
৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;
৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;
৬। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কমিশনারগণের দপ্তর, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;
৭। সকল কর্মচারী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;
৮। **জনাব মোহাঃ ইব্রাহিম আলী-**
    (ক) স্থায়ী ঠিকানা: পিতা- মোঃ এন্তাজ আলী, গ্রাম- আজাইপুর, ডাকঘর- বটতলাহাট, থানা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০১;
    (খ) বর্তমান ঠিকানা: পিতা- মোঃ এন্তাজ আলী, ৩৯/৪/এ, উত্তর পীরেরবাগ, ডাকঘরঃ মিরপুর, থানাঃ মিরপুর মডেল, জেলাঃ ঢাকা--১২১৬;
৯। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত নথি; এবং
১০। অফিস কপি।